R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৩০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১৬ই আগষ্ট, ১৯৭৮ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকে বন্যার তাণ্ডব, ৪০ হাজার লোক জলবন্দী, গঙ্গাভাঙনে ধুলিয়ান শহর বিপন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৬ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের গিরিয়া, মিঠিপুর, বড়শিমূল-দয়ারামপুর সম্পূর্ণভাবে এবং তেঘরি, সেকেন্দ্রা ও শেখালিপুর অঞ্চল আংশিকভাবে বন্যার কবলে পড়েছে। আংশিক হলেও শেখালিপুরের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। পদ্মার প্লাবিত জলে ওই সমস্ত অঞ্চলের ৪০ হাজার লোক জলবন্দী হয়ে পড়েছেন, প্রায় এক হাজার বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ৯০০ হেক্টর জমি প্লাবিত হয়েছে, ৪০০ হেক্টর জমির প্রায় ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ফসল বিনষ্ট হয়েছে, জঙ্গিপুর পুরসভার পাকা সড়ক বেয়ে পদ্মার জল ভাগীরথীতে এসে পড়ছে এবং ফাজিলপুরে পাকা সড়কের ওপর দিয়ে জল বয়ে গিয়ে ভাগীরথীতে পড়ছে। ১৪ আগষ্ট থেকে বহরমপুর—জঙ্গিপুর ভায়া লালগোলা রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জঙ্গিপুর পুরসভার ১০নং ওয়ার্ডও বন্যার ফলে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যা-কবলিত এলাকায় টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে পড়ায় প্রচণ্ড পানীয় জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গলাধাক্কায় রোগিণী শয্যাছাড়া, দুর্ভোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : "আমার চলৎশক্তি রহিত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মেয়েকে ওরা শয্যা থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। মাতব্বরদের তদ্বিরে তার শয্যায় অন্যজনকে স্থান করে দেওয়া হোল। বিছানাপত্তর ড্রেনের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া হোল। সেখান থেকে মেয়েকে ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে বারান্দায় নিয়ে এলাম। আমার ভয় হচ্ছে মেয়ে মারা যাবে হয় বিনা চিকিৎসায় নয় সাপের কামড়ে।" —পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা, এক সন্তানের জননী, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত লক্ষ্মী দাসীর জীবনাশঙ্কার ফরিয়াদ শুনলাম তার অশীতিপর বৃদ্ধা মা ভবতারিণীর কাছ থেকে। দু'চোখ জলে ভাসিয়ে তাঁর সেই মর্মান্তিক অভিযোগের কথা তিনি বহু লোককে জানিয়েছেন। জানিয়েছেন ডাক্তারদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লুকানো জমি উদ্ধারে জঙ্গিপুরের স্থান শীর্ষে

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ আগষ্ট—১৯৭৫ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৭৮ সালের জুলাই পর্যন্ত লুকানো জমি উদ্ধারে জঙ্গিপুর মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ভূমি সংস্কার আইনে নতুন সিলিং-এর কাজ ১৯৭৫ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়ার পর এই সময়ের মধ্যে জঙ্গিপুর জরীপ বিভাগ প্রায় ১১০০ রায়তের মামলা তদন্ত করেন এবং প্রায় ১৪০০ একর জমি উদ্ধার করেন। এর মধ্যে নাম মাত্র জমি আইনগত বাধার জন্য ফিরিয়ে দিতে হয়েছে, বাকী সবটাই সরকারে বর্তেছে। সব চেয়ে বেশী জমি খাস হয়েছে সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ ব্লকে—প্রায় ৬০০ একর করে; বাকী ২০০ একর মহকুমার অবশিষ্ট ব্লক থেকে। জমি উদ্ধারের কাজ এখনও পূর্ণোদ্যমে চলেছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘরের অনুমোদন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জে মুর্শিদাবাদ জেলার দ্বিতীয় প্রধান ডাকঘর অনুমোদন লাভ করেছে। ১০ আগষ্ট বিভাগীয় ডাইরেক্টর জেনারেলের অনুমোদন সংক্রান্ত চিঠি এসে পৌঁচেছে। কাজ চালু হবে অক্টোবরের শুরু থেকে। বি এ কে লুপ লাইনের সালার থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা এই ডাকঘরের আওতায় আসবে। রঘুনাথগঞ্জের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে ডাকঘরটি কান্দীতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এখন রঘুনাথগঞ্জের অনুমোদন লাভের মধ্যে দিয়ে কান্দীর সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হল।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ আগষ্ট—আজ জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩১তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

প্রধান, উপ-প্রধান নির্ব্বাচন সম্পন্ন

বিশেষ প্রতিনিধি : ১২ আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লকে ৬০টি অঞ্চলের মধ্যে ৫৫টি অঞ্চলের প্রধান উপ-প্রধান নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। আদালতের নিষেধাজ্ঞার ফলে ৫টি অঞ্চলের প্রধান, উপ-প্রধান নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। অঞ্চলগুলি হল রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের শেখালিপুর ও তেঘরি—২, সুতী ১নং ব্লকের সাদিকপুর ও নূরপুর এবং সামসেরগঞ্জ ব্লকের তিনপাকুড়িয়া। সামসেরগঞ্জ ব্লকের চাচণ্ড অঞ্চলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েত অধিকর্তার নির্দেশে সেখানকার প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত রাখা হয়েছে। দলে দলে গাঁটছড়া, বামফ্রন্টের শরীকে শরীকে মনোমালিন্য যেমন ঘটেছে; তেমনই ঘটেছে লটারীতে প্রধান নির্বাচনের ঘটনা। শেষোক্ত ঘটনাটি ঘটেছে রঘুনাথগঞ্জ দু'নম্বর ব্লকের মিঠিপুর অঞ্চলে। এখানে নির্দল প্রার্থী মানস পাণ্ডে এবং কংগ্রেস (ই) প্রার্থী মঞ্জুর হোসেন সমান সমান ভোট পান। সমস্যা সমাধানের জন্য লটারী করা হয়। লটারীতে জয়লাভ করে প্রধান নির্বাচিত হন মানস পাণ্ডে।

প্রধান, উপ-প্রধান নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমায় দলগত অবস্থা এই রকম :—

মোট অঞ্চল ৬০, নির্বাচন সম্পন্ন ৫৫, স্থগিত ৫ ঘোষিত ৫৪, ফলাফল

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব ॥

অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভুম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।

আর এক বৈদ্যুতিক শক্

সম্প্রতি কেন, বেশ কিছুদিন হইতেই বিদ্যুৎ সরবরাহে নানা অন্তরায় ঘটিয়া চলিয়াছে। আর ইহার ফলশ্রুতি ঘরে বাহিরে নিষ্প্রদীপ, জনজীবনে বিভিন্ন দুর্দশা। শিল্পাঞ্চলসমূহে ব্যাহত উৎপাদন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নাভিশ্বাস। একেই ত রাজ্যে বিদ্যুতের উৎপাদন কম, তাহার উপর উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে নানাপ্রকার গোলযোগ। যে সব যান্ত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, তাহা দূর করিলেও মানব-যন্ত্রটির স্বেচ্ছাকৃত কোন গোলযোগ থাকিলে তাহা বিদূরিত হওয়া সুকঠিন। সরকারের প্রতি কাজে বাধাসৃষ্টিকারী চক্রান্তকারীদের দ্বারা এমন ব্যাঘাত ঘটান সম্ভব। অথচ দুর্গতি ভোগ করিতেছেন সর্বশ্রেণীরই মানুষ। সর্বোপরি দেশের অবস্থা ততোধিক শোচনীয় হইয়া পড়ে যাহা দেশেরই মানুষের সৃষ্টি।

বর্তমানে বিজলী-আঘাত আর এক রূপ লইতে চলিয়াছে। এখন হইতে বিদ্যুৎ-গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ-বিল পাইয়া থতমত হইতে পারেন। অবশ্য তাহা সকলেই হইবেন এমত মনে করা যায় না। তবে সরকারী নির্দ্দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ-বিলের ন্যূনতম চার্জ ১০·০০ টাকা, ১৫·০০ টাকা, ২০·০০ টাকা ইত্যাদি যাহা পূর্বে ছিল পাঁচ টাকা মাত্র। একটা অভিঘাতের মত পাঁচ টাকা লাফাইয়া এই সব অঙ্কে পৌঁছিয়াছে।

এমত অবস্থা হইবার কারণ অনেক বিদ্যুৎ-গ্রাহক জানেন কিনা জানি না, তবে বর্তমান মাসের এবং তাহার পর হইতে বিদ্যুৎ-বিল পাইয়া অনেকেই চমকিয়া উঠিতে পারেন।

কারণ হিসাবে জানা গিয়াছে যে, বিদ্যুৎ-গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ লইবার জন্য প্রথম যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্ভাব্য 'ওয়াটেজ' অর্থাৎ কি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হইবে, তাহা লিখিতে হইয়াছিল। বর্তমানে সরকারী নির্দেশে নাকি ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া ন্যূনতম চার্জ ধার্য হইতেছে। ন্যূনতম চার্জ অপেক্ষা মোট ব্যয়িত বিদ্যুৎ-ইউনিটের মূল্য কম হইলেও ওই নির্দিষ্ট ন্যূনতম চার্জ যাহা 'ওয়াটেজ'-ভিত্তিতে স্থিরীকৃত, আদায় করা হইবে।

অনেকেই আছেন যাঁহারা বিদ্যুৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন; একটা যেমন-তেমন 'ওয়াটেজ' দেখাইয়া তাঁহারা বিদ্যুৎ-সংযোগ লইয়াছেন অথবা গৃহ বৈদ্যুতিকীকরণে ভারপ্রাপ্ত যাঁহারা, তাঁহারাও একটা হিসাব দিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার ফল ঐ সব অনভিজ্ঞ বিদ্যুৎ-গ্রাহকদিগকে ভুগিতে হইতেছে। অনেকেরই তাই বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যয়ের খরচ ন্যূনতম চার্জ অপেক্ষা অনেক কম হইবে। অথচ বিদ্যুৎ ব্যয় অপেক্ষা বেশী টাকা গণিতে হইবে। সুতরাং তাবৎ বিদ্যুৎ-গ্রাহকের উপর এক তড়িদাঘাত। সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি তদন্ত করিয়া 'ওয়াটেজ' দেখিয়া ন্যূনতম চার্জ গ্রাহকগণের উপর ধার্য করেন, তবে সমস্যাসঙ্কুল মানুষের কথঞ্চিৎ উপকার হয়। আমরা সেই অনুরোধ করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

হাসপাতালের চিকিৎসা

ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের ব্যাপারে সময় সময় জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ঘটনা এবং সমালোচনাকে আমরা সব সময় স্বাগত জানাই। কিন্তু এই পত্রিকায় ২১-২৮ জুন তারিখে হাসপাতালে ভর্তি একজন রোগীর মৃত্যু সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদ আমাকে ভীষণ ব্যথা দিয়েছে। কারণ, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্ট হাসপাতালে ১৬-১৭ জুন রাত্রে কোন রোগীর মৃত্যু ঘটেনি। এখানে যে সমস্ত চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন, তাঁরা বিশেষজ্ঞ নন—এ কথা ঠিক নয়; তাঁরা প্রত্যেকেই 'রেজিষ্টারড'। রোগীর অবস্থা অনুসারে জরুরী প্রয়োজনে এখানকার চিফ মেডিক্যাল অফিসার রোগীকে মালদা জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে থাকেন এবং রোগীরা সেখানকার বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে চিকিৎসার ব্যাপারে পরামর্শ পেয়ে থাকেন। কাজেই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ঠিক নয় এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। —জে এন মণ্ডল, জেনারেল ম্যানেজার, ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট।

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

শাপমোচন

বিপুল এই পৃথিবীর বুকে জনবিস্ফোরণ এক জলন্ত সমস্যা। নিকট ভবিষ্যতে এই জনভারে পীড়িত পৃথিবীতে নিতান্তই স্থানাভাব ঘটবে বলে অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণের মত দুটি উপায় এখন তুলে ধরা হয়েছে বিশ্ববাসীর সামনে—সংকাজনক পরিস্থিতির প্রতিরোধমূলক প্রচেষ্টা হিসেবে। তাই বন্ধ্যাকরণ যখন একান্তভাবেই যুগের মানুষের কাছে অতি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সময়ে বন্ধ্যাত্ব বিমোচনের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক প্রয়াস। বড় আশ্চর্য্য বলে প্রতিভাত হবে। একই পৃথিবীর পাদপিঠে দাঁড়িয়ে যুগমানসের প্রার্থনায় প্রতিয়মান দুই বৈসাদৃশ্য স্বভাবতই মানুষকে হতচকিত করে তোলে একদিকে জনভার হ্রাসের উদ্দেশ্যে বন্ধ্যাকরণের বিপুল প্রয়াস, অন্যদিকে নারীর বন্ধ্যাত্ব অভিশাপ মোচনের সফল সাধনা। একই যুগের দুই প্রয়াস, দুই প্রার্থনা। জাতির জীবনে জনবিস্ফোরণ যেমন অভিশাপ ব্যক্তি জীবনে বন্ধ্যাত্বও তেমনি অভিশাপ। এই পৃথিবীর আলো হাওয়ায় নলজাতকের আবির্ভাব—সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সাধনার ফলশ্রুতি—তা অস্বীকার করার উপায় নাই। মাতৃত্বেই নারীজীবনের সার্থকতা, মাতৃত্বেই নারী মহীয়সী নারীজীবনের দুঃসহ অভিশাপ মোচনের এই সফল সাধনা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বন্ধ্যাত্ব নারীজীবনের অভিশাপ। যুগে যুগে নারী এই অভিশাপের গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার প্রত্যাশায় দেউলে দেউলে মাথা খুঁড়েছে, দেবতার চরণে ধর্ণা দিয়েছে। একটি শিশুর মাতৃত্বের জন্য নারী হৃদয়ের এই ব্যাকুল আর্তি দেবতার দরবারে নিষ্ফল হলেও মানুষের কাছে মানুষীর এই আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়নি। বৈজ্ঞানিকের অতন্দ্র সাধনায় নলজাতকের আবির্ভাব তারই সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই পৃথিবীর মানুষের কাছে সেই কারণে স্মরণীয়। বন্ধ্যা নারীর জীবনে সন্তান সম্ভাবনার এই বৈজ্ঞানিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দনযোগ্যও। মাতৃগর্ভের বাইরে সৃষ্ট ভ্রূণকে টেষ্ট টিউবের মধ্যে সাড়ে বারো দিন লালনের পর তাকে মাতৃগর্ভের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে একটি মানবশিশুর জন্মসম্ভব ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে যে যুগান্তর সৃষ্টি করল, তা অসাধারণ।

জি আর চাই

আমরা জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্গত ৩নং ওয়ারডের বাসিন্দা। আমরা অত্যন্ত গরীব। পূর্বে অর্থাৎ কংগ্রেসের আমলে আমরা জি আর পেয়েছি। কিন্তু কি কারণে হঠাৎ আমরা জি আর পাবার অনুপযুক্ত ঘোষিত হলাম বুঝতে পারছি না। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে আমাদের মত গরীব মানুষের জীবনধারণ দুর্বিষহ। এখন আমরা অর্ধাহার অনাহারে দিনযাপন করছি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তদন্ত সাপেক্ষে জি আর দানের ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন। বিনীত—স্বাক্ষরকারী ৫৪ জন দুঃস্থ নাগরিক।

রাজ্য বিদ্যুৎকর্মী সংস্থার নেতৃত্ব সকাশে—

বিদ্যুৎ-এর একটি খোলা তারে হাত লাগিতে ঝটকা মারিল, ভাগ্যে মারাত্মক কিছু হয় নাই। বিদ্যুৎকর্মী ধর্মঘট, অথচ বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরাদমে চলিতেছে। আপনার ঘোষণায় শুনিয়াছি ৯৫% কর্মী কাজে যোগদান করেন নাই। ফলে এখন দিবারাত্র আলো জ্বলিতেছে, পাখা ঘুরিতেছে, মিল চলিতেছে। ধর্মঘটের পূর্বে ত আপনাদের কর্মীবন্ধুরা যখন পুরাদমে কাজ করিতেন, তখন পুরাপুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকিত। তাই অনুরোধ যে ৫% কর্মী এখনও আপনাদের সহিত মিলিত হন নাই, তাঁহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। তাহা হইলে রাজ্যে আর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইবে না। বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ আপনাদের সঙ্গে জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সোচ্চার হইবেন। —জনৈক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট।

দশের মধ্যে নয়

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের জরুরে ১০টি টিউবওয়েলের মধ্যে ৯টি অকেজো। একটির ওপর চাপ পড়ছে ২ হাজার লোকের। সবগুলির সংস্কার প্রয়োজন। —জনৈক গ্রামবাসী।

নির্ব্বাচন সম্পন্ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থগিত ১। সি পি এম সবার উপরে।

দল	প্রধান	উপ-প্রধান
সি পি এম	৩০	২৯
কংগ্রেস (ই)	১১	১০
আর এস পি	৫	৫
ফরওয়ারড ব্লক	১	×
কংগ্রেস	১	১
নির্দল	৬	৮

৫৪টি অঞ্চলে যাঁরা প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম এখানে দেওয়া হল :—

সাগরদীঘি ব্লক ঃ মোট অঞ্চল ১১, ঘোষিত ১১। গোবর্ধনডাঙ্গা—রুহুল আমিন (ইন্দিরা কংগ্রেস), পাটকেলডাঙ্গা—গঙ্গাধর সরকার (সি পি এম), বারালা—নিমাইচন্দ্র মণ্ডল (সি পি এম), কাবিলপুর—গদাধর মণ্ডল (আর এস পি), বালিয়া—বিমলাভূষণ দাস (সি পি এম), মোরগ্রাম—কানাইলাল চক্রবর্ত্তী (সি পি এম), বন্যেশ্বর—শুভেন্দু চ্যাটারজি (সি পি এম), মানগ্রাম—অময়কুমার মুখারজি (সি পি এম), বোখারা (১)—সেরাজুল ইসলাম (ইন্দিরা কংগ্রেস), বোখারা (২)—অপূর্ব মুখারজি (সি পি এম), সাগরদীঘি—বদরুদ্দোজা (সি পি এম)। এখানে উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এম-এর ১১ জন।

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক ঃ অঞ্চল ৬, ঘোষিত ৬। কানুপুর—রাধাগোবিন্দ মণ্ডল (আর এস পি), জামুয়ার—অনিল মুখারজি (সি পি এম), জরুর—বিজয়কুমার দাস—(ফরওয়ারড ব্লক), দফরপুর—গোলাম পাঞ্জাতন (ইন্দিরা কংগ্রেস), রাণীনগর—অভয়পদ পাণ্ডে (সি পি এম, মির্জাপুর—নির্মলকুমার মুনিয়া (সি পি এম)। এই ব্লকে উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এম-এর ৩ জন, ইন্দিরা কংগ্রেসের ১ জন, এবং নির্দল ২ জন।

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক ঃ মোট অঞ্চল ৯; নির্বাচন স্থগিত ২, ঘোষিত ৭। মিঠিপুর—মানস পাণ্ডে (নির্দল, লটারীতে নির্বাচিত), সেকেন্দ্রা—আঃ হালিম (সি পি এম), গিরিয়া—বিশ্বাস মঞ্জুর (ইন্দিরা কংগ্রেস), তেঘরি (১)—প্রভাত সিংহ রায় (আর এস পি), তেঘরি (২)—নির্বাচন স্থগিত, বড়শিমুল-দয়ারামপুর—গোলাব হোসেন (ইন্দির কংগ্রেস), লক্ষীজোলা—আলি নয়েস (ইন্দিরা কংগ্রেস), কাশিয়াডাঙা—আসরাফ হোসেন (নির্দল), শেখালিপুর—নির্বাচন স্থগিত। উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন ইন্দিরা কংগ্রেসের ৩ জন, আর এস পি ও সি পি এম-এর ১ জন করে এবং নির্দল ২ জন।

সুতী ১নং ব্লক ঃ অঞ্চল ৬; স্থগিত ২, ঘোষিত ৪। বংশবাটী—উমাপতি মণ্ডল (নির্দল), আহিরণ—জয়কুমার রায় (সি পি এম), হারুয়া—মোজাম্মেল হক (কংগ্রেস), বহুতালী—জহরলাল ঘোষ (আর এস পি), সাদিকপুর—নির্বাচন স্থগিত, নূরপুর—নির্বাচন স্থগিত। উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন আর এস পি-র ২ জন এবং সি পি এম ও নিদল ১ জন করে।

সুতী ২নং ব্লক ঃ অঞ্চল ১০, ঘোষিত ১০। জগতাই (১)—একরামূল হক (ইন্দিরা কংগ্রেস), জগতাই (২)—গঙ্গাধর দাস (সি পি এম), অরঙ্গাবাদ (১)—সিদ্ধেশ্বর নাথ (নির্দল), অরঙ্গাবাদ (২)—ফাইজুদ্দিন (ইন্দিরা কংগ্রেস), লক্ষীপুর—দেবীদাস মুখারজি (আর এস পি), কাশিমনগর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস (সি পি এম), মহেশাইল (১)—ওমর খাইয়ুম (নির্দল), মহেশাইল (২)—ফণিভূষণ দাস (সি পি এম), ওমরাপুর—মহঃ নুরুল হক (ইন্দিরা কংগ্রেস), বাজিতপুর—আবুল হোসেন (ইন্দিরা কংগ্রেস)। উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন ইন্দিরা কংগ্রেস ও আর এস পি-র ৩ জন করে, সি পি এম-এর ২ জন এবং কংগ্রেস ও নির্দলের ১ জন করে।

সামসেরগঞ্জ ব্লক ঃ অঞ্চল ৯; নির্বাচন স্থগিত ১, ফলাফল স্থগিত ১, ঘোষিত ৭। ভাসাই-পাইকর—এমদাদুল হক (সি পি এম), দোগাছি-নপাড়া—হাবিবুর রহমান (সি পি এম), প্রতাপগঞ্জ—নজরুল ইসলাম (সি পি এম), নিমতিতা—চৈতন্য মণ্ডল (সি পি এম), গাজীনগর-মালঞ্চা—শঙ্কর সিংহ (সি পি এম), কাঞ্চনতলা—রাইসুদ্দিন আহম্মেদ (ইন্দিরা কংগ্রেস), বোগদাদনগর—আক্রাম আলি বিশ্বাস (সি পি এম), চাচণ্ড—ফলাফল স্থগিত, তিনপাকুড়িয়া—নির্বাচন স্থগিত। উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এম-এর ৪ জন এবং ইন্দিরা কংগ্রেসের ২ জন। বোগদাদনগরে প্রতিনিধিরা প্রধান নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেও উপ-প্রধান নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেননি। কাজেই সেখানকার উপ-প্রধান নির্বাচন হয়নি।

ফরাক্কা ব্লক ঃ মোট অঞ্চল ৯, ঘোষিত ৯। বেওয়া (১)—ত্রিদিবচন্দ্র মণ্ডল (সি পি এম), বেওয়া (২)—রতন মণ্ডল (সি পি এম), বাহাদুরপুর—লক্ষীকান্ত সাহা (সি পি এম), বেনিয়াগ্রাম—কামাল আবেদিন চৌধুরী (সি পি এম), ইমামনগর—আহাম্মদ মনিরুদ্দিন (সি পি এম), নয়নসুখ—মোজাফ্ফর হোসেন (সি পি এম), অর্জ্জুনপুর—আবদুর রহমান (সি পি এম), মহেশপুর—আবদুল কাশেম (নির্দল), মহাদেবনগর—আইনাল হক (সি পি এম)। উপ-প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এম-এর ৮ জন এবং নির্দল ১ জন।

খেলার খবর

জঙ্গিপুর, ১৫ আগষ্ট—রঘুনাথগঞ্জ দু'নং ব্লক এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েসন আয়োজিত নক্ আউট ফুটবল টুরনামেন্ট আজ থেকে শুরু হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার ১৬টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গোহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ডাঃ এস, এ, তালেব
ডি এম এস
পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

শ্রীগুরু হোমিও হল
ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ
সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

মর্ম্মান্তিক

অরঙ্গাবাদ, ১৫ আগষ্ট—স্কুল ছুটির পর বাড়ী ফেরার পথে ৯ আগষ্ট বিকেলে জঙ্গিপুর ব্যারেজের কাছে ফীডার ক্যানেলে ডুবে বাঙ্গাবাড়ী হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর দু'জন ছাত্র স্বপন সাহা ও শান্তনু সাহা মারা গিয়েছে। দু'দিন পর তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, স্বপন ও শান্তনুদের বাড়ী সুতী থানার নূরপুর গ্রামে। তারা সহোদর ভাই। পড়ত বাঙ্গাবাড়ী হাই স্কুলে একই শ্রেণীতে। ওই দিন তারা ফীডার ক্যানেল পার হওয়ার জন্য যে নৌকোয় ওঠে সেটি ফুটো ছিল এবং ওই অবস্থায় প্রায় ৪০ জন যাত্রী নেওয়া হয়েছিল। নৌকোটি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ওঠে এবং শান্তনু পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে স্বপনও ডুবে যায়। নৌকাটিও ডুবে যায়। যাত্রীরা সাঁতরে তীরে ওঠে। পরদিন একটি মৌন মিছিল বের হয় এবং শুক্রবার স্কুল বন্ধ রাখা হয়। জনসাধারণ এবং ছাত্রদের পক্ষ থেকে নৌকোয় বেশী যাত্রী তোলার প্রতিবাদে জঙ্গিপুর ব্যারেজ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে পিকেটিং করলে সাতদিনের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়।

বংশ ধ্বংস অভিযান

ধুলিয়ান, ১৫ আগষ্ট—সাহা বংশকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ধানুক সম্প্রদায়ের ১৫ জন সশস্ত্র লোক ৮ আগষ্ট রাত্রে সামসেরগঞ্জ থানার বহরাগাছি গ্রামে পাঁচটি বাড়ীতে হানা দিয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং সাহাদের খুন করার চেষ্টা করে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া যায়। জানা যায়, সার্বজনীন পূজোসহ পুরোনো বহু বিবাদকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে এবং ধানুক সম্প্রদায় সাহা বংশ ধ্বংশ করার উদ্দেশ্যে ওই দিন রাত্রে হামলা করে। হতাহত অথবা গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৪৪৮, ৪২৭, ৩৮০, ৩২৫, ৩২৬ ও ৩০৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর
স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকে বন্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

১নং ব্লক থেকে মিস্ত্রী আনিয়ে সেগুলি মেরামত করানো হচ্ছে। কোন কোন জায়গায় বাঁধ দিয়ে বন্যার জল আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ত্রাণ বাবদ গুড়, চিড়ে এবং ত্রিপল দেওয়া হচ্ছে। ত্রাণের কাজে লঞ্চ এবং নৌকো ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারী সূত্রে খবরগুলি পাওয়া গিয়েছে।

ধুলিয়ান থেকে সরকারী সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, গঙ্গা ভাঙনের ফলে ধুলিয়ান পুরসভার ১নং ওয়ারড এবং কৃষ্ণপুর গ্রাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত ৩০টি বাড়ী এবং বহু জায়গা গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। প্রাণহানির কোন খবর নাই। রঘুনাথগঞ্জ গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ বিভাগের একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার জানিয়েছেন, ধুলিয়ানে গঙ্গার ৩নং স্পার ভেঙে গিয়েছে। অন্য স্পার রক্ষার জন্য দিনরাত কাজ চলছে। নয়নসুখ ও পরাণপুরেও গঙ্গাভাঙন দেখা দিয়েছে। জল বিপদসীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বেসরকারী সূত্রের খবরে প্রকাশ, ফরাক্কা থানার মহেশপুর, নিমতলা-শিকারপুর গ্রামে বন্যার জল ঢুকে ৪০০ বাড়ীর ক্ষতি করেছে, ১৪টি বাড়ী পড়ে গিয়েছে। আমুয়া, বিন্দুগ্রাম, দেলওয়ারপুর গ্রামে গঙ্গাভাঙনে ৬০০টি আমগাছ প্রায় ৩০০ বিঘা জমি এবং বহু ঘরবাড়ী গঙ্গায় চলে গিয়েছে। পারদেওনাপুর, কুলীদিয়াড়, হোসেনপুর গ্রাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

গঙ্গাভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণের জন্য ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত ২০০ কুঃ গম, ৯ কুঃ চিড়ে এবং ১-২০ কুঃ গুড় দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠিঃ বাঁশলই এবং পাগলা নদীর বন্যার ফলে হারোয়া, বংশবাটী, আহিরণ, মহেশাইল, উমরপুর ও কানুপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের দুর্গতির সীমা নাই। বহু জমির ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ কথা জানিয়ে সুতীর এম এল এ মোঃ সোহরাব বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণের ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের বিনামূল্যে ধানবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং ত্রাণমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন বলে জানা গেছে।

লুকানো জমি উদ্ধারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী সূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বিভাগীয় কমিশনার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিরেকটর বিক্রম সরকার ৫ আগষ্ট জঙ্গিপুর জরীপ অফিস পরিদর্শন করেন এবং কোন বড় রায়ত সিলিং আইনকে ফাঁক দিতে পারেননি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রহস্যজনক মৃত্যু

ধুলিয়ান, ১৪ আগষ্ট—গতকাল ধুলিয়ান লেভেল ক্রসিং-এর কাছে জাতীয় সড়কে দু'জন অজ্ঞাত লোককে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে একজন মৃত, অন্য জন আহত। আহত ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোগিণী শয্যাছাড়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের। কিন্তু কিছুই হয়নি। ১১ আগষ্টের বৃষ্টিভেজা সকালে মহিলা ওয়ার্ডের একদম বাইরে দেখছিলাম জীর্ণদেহী লক্ষ্মী খালি মেঝের ওপর হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে রয়েছে। গোটা বারান্দা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। হাত পাঁচেক দূরে গুটি কয় অচেনা সাপ শিকারের সন্ধানে ঘুরছে। জানা গেছে, ঘোড়শালার ভবতারিণীর পক্ষ থেকে এই ঘটনার কথা এস ডি এম ও কে জানানোর ফল উল্টো হয়েছে। লক্ষ্মীকে হাসপাতাল থেকে ডিসচারজ করা হয়েছে।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার

সাগরদীঘি, ১২ আগষ্ট—জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও রঘুনাথগঞ্জ থানার ও সিকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল সাগরদীঘি থানার চাঁপাগাছ থেকে ২ কুঃ ৬৬ কেঃ ৫০০ গ্রাঃ ওজনের বৈদ্যুতিক তার উদ্ধার ও আটক করেন। তারগুলি সবই এ্যালুমিনিয়ামের। কিছুদিন আগে সাগরদীঘি থানার মোরগ্রাম এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর থেকে এক হাজার করে দু' হাজার ফুট বৈদ্যুতিক তার খোয়া যায় বলে থানায় অভিযোগ করা হয়। এই তার সেই তার কি না জানা যায়নি। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

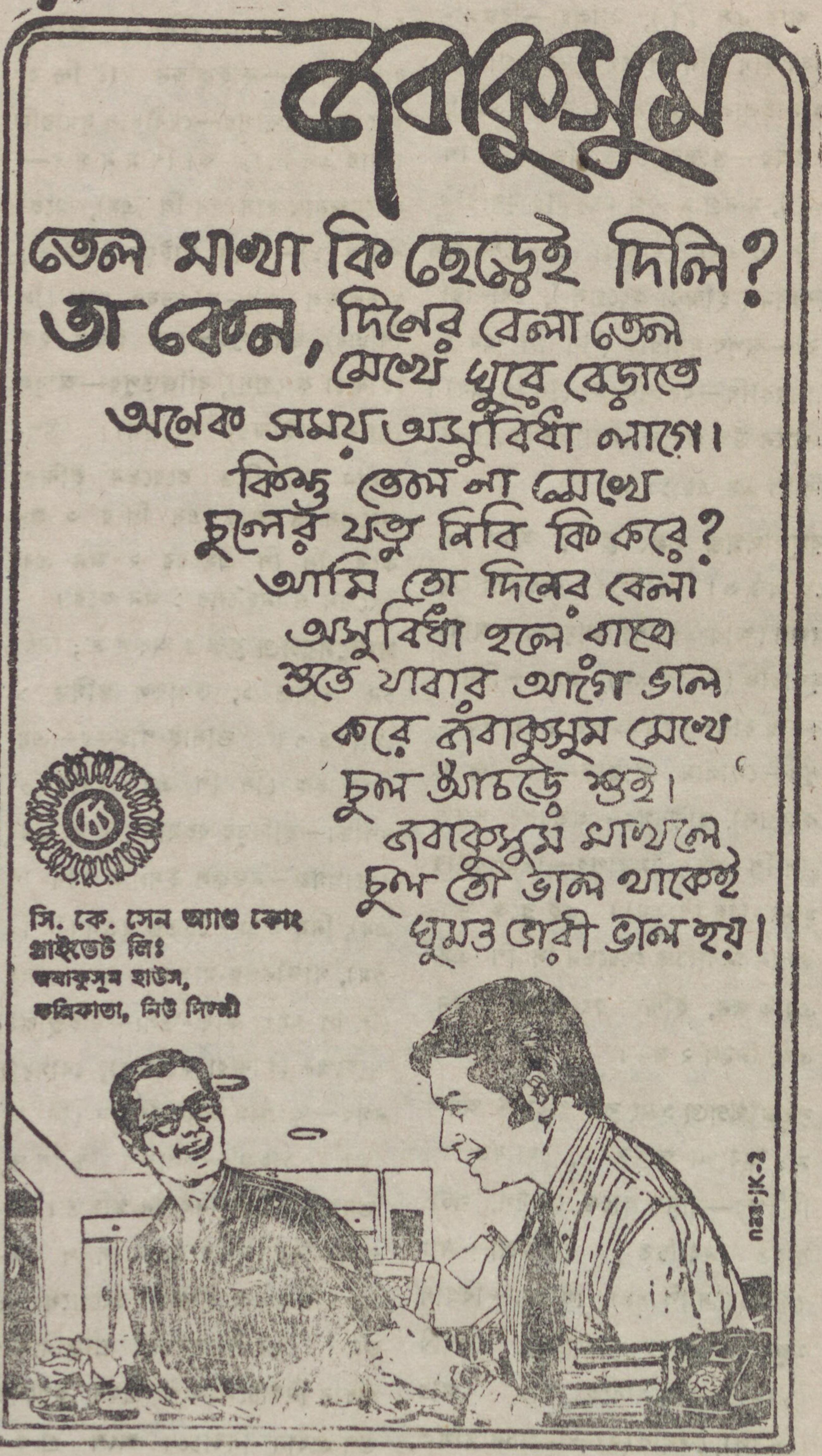

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পাণ্ডে কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।